বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা
২। সংজ্ঞা
৩। ট্রাস্ট স্থাপন
৪। ট্রাস্টের কার্যালয়
৫। সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন
৬। ট্রাস্টী বোর্ড গঠন
৮। বোর্ডের সভা
৭। ট্রাস্টের কার্যাবলী
৮। বোর্ডের সভা
৯। ট্রাস্টের তহবিল
১০। বাজেট
১১। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১৩। ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
১৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
১৫। ক্ষমতা অর্পণ
১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১

২০০১ সনের ৩২ নং আইন

[৮ জুলাই, ২০০১]

বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের শিল্পীদের কল্যাণ সাধনে বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। এই আইন বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(খ) "ট্রাস্ট" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট;

(গ) "তহবিল" অর্থ ট্রাস্টের তহবিল;

(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টী বোর্ড;

(চ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ধারা ১২(৪) এর অধীন ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "শিল্পী" অর্থ সাহিত্যিক, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর, অভিনয় শিল্পী, সংগীত শিল্পী, নৃত্য শিল্পী, আবৃত্তিকার এবং সৃজনশীল কোন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

ট্রাস্ট স্থাপন

৩। (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার এই আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করিবে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

ট্রাস্টের কার্যালয়

৪। ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন

৫। ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন ট্রাস্টী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

৬। (১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন;

(গ) স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ সদস্য;

(ঘ) বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক;

(ঙ) শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক;

(চ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন কর্মকর্তা;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত আটজন বিশিষ্ট শিল্পী;

(ঝ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা ১(চ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

ট্রাস্টের কার্যাবলী

৭। ট্রাস্টের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সাধারণভাবে অসচ্ছল শিল্পীদের কল্যাণ সাধন;

(খ) শিল্পীদের কল্যাণার্থে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;

(গ) পেশাগত কাজ করিতে অক্ষম ও অসমর্থ শিল্পীকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঘ) অসুস্থ শিল্পীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঙ) শিল্পকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(চ) শিল্পীদের মেধাবী ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার জন্য এককালীন মঞ্জুরী, বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;

(ছ) দুর্ঘটনায় কোন শিল্পীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;

(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য করা।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় "পরিবার" অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্পীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল স্ত্রী বা স্বামী, পিতা ও মাতা এবং নির্ভরশীল পুত্র ও কন্যা।

বোর্ডের সভা

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান এবং তাঁহাদের উভয়ের অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। (১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:- ট্রাস্টের তহবিল

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ হইতে আয়;

(ঙ) ট্রাস্টের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চ) দেশী ও বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ছ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল ট্রাস্টের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উঠানো যাইবে।

(৩) এই তহবিল হইতে ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহ করা হইবে।

(৪) বোর্ড তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১০। ট্রাস্ট প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে। বাজেট

১১। (১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টের অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

১২। (১) ট্রাস্টের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ড এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন;

(গ) ট্রাস্টের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

১৩। ট্রাস্ট উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

১৪। এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড বা কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

ক্ষমতা অর্পণ

১৫। বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৬। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

১৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।